

৮ই জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুবৃৰী সেতু কৰ্তৃপক্ষের ৬৩তম বোর্ড সভার কাৰ্যবিবৰণী।

৮ই জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখে যোগাযোগ মঙ্গলী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুবৃৰী সেতু কৰ্তৃপক্ষের ৬৩তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাৰ নামেৰ তালিকা পৰিশিষ্ট-ক তে বৰ্ণিত আছে।

সভার শুৰুতে সেতু কৰ্তৃপক্ষের নিৰ্বাহী পৰিচালক ৬২তম বোর্ড সভার কাৰ্যবিবৰণী নিশ্চিত কৰণেৰ জন্য উপস্থাপন কৰেন। ৬২তম বোর্ড সভার কাৰ্যবিবৰণীৰ উপৰ নিম্নবৰ্ণিত সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদিত হয়।

সংশোধনী :

৬২তম বোর্ড সভার কাৰ্যবিবৰণীৰ আলোচ্যসূচী-২০ এ বৰ্ণিত অনুচ্ছেদ-৪ নিম্নলিখিতভাৱে প্রতিস্থাপিত হবে।

৪। "প্যানেল অব এক্সপার্টেৰ সদস্য সেতু বিশেষজ্ঞ ডঃ জামিলুৰ রেজা চৌধুৰী সভায় জানান যে, Contract Negotiation এৰ সময় যথাযথ কৰ্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একজন স্থানীয় বিশেষজ্ঞকে Deputy O&M Advisor হিসাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এৰ জন্য O&M Advisor ও Short Term Experts দেৱ input ৩ man-month হাস কৰা হয়। তিনি আৱো বলেন যে, আগামী দুই বছৰেৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জনেৰ মাধ্যমে সেতু কৰ্তৃপক্ষেৰ নিজস্ব জনবল বা প্ৰয়োজন হলে স্থানীয় উপদেষ্টাদেৱ সহায়তায় ভবিষ্যতে এই কাজ কৰানো সম্ভব হবে।"

আলোচ্যসূচী-৮ এৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদেৰ দ্বিতীয় লাইন "ভূমিকম্প জোন D তে" না হয়ে "ভূমিকম্প জোন 2 তে" হবে।

আলোচ্যসূচী-২ ৪ বঙ্গবন্ধু সেতুৰ পৰ্যটন উন্নয়ন প্ৰকল্প সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপনকালে সচিব জানান যে, জেএমবিএ'ৰ ৫৪তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তেৰ প্ৰেক্ষিতে এমসি "বিবিটিডিপি কনসেন্ট ডকুমেন্ট" এবং "বিবিটিডিপি বিড ডকুমেন্ট" প্ৰস্তুতপূৰ্বক জেএমবিএ'ৰ বৰাবৰে পেশ কৰে যা জেএমবিএ কৰ্তৃক অনুমোদিত হয়। পৰবৰ্তীতে দৱপত্ৰ আহবান কৰা হলে বাংলাদেশেৰ প্ৰগতি ইন্সুৱেল্স লিঃ (কনসটিয়াম) বঙ্গবন্ধু সেতু প্ৰকল্প এলাকায় মোট ১৫৪ হেক্টৱ জায়গার জন্য বাংসৱিক ফি হিসাবে মোট ১,৪২,৫৯,০০/- (এক কোটি বিয়ালিশ লক্ষ উনষাট হাজাৰ) টাকাৰ আৰ্থিক প্ৰস্তাৱ পেশ কৰে। এ সংহৃতিৰ সাথে সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান হিসাবে রয়েছে মালয়েশিয়াৰ সানৱাইজ বাৰহেড ও কান্তি হাইটস এবং নেপালেৰ চৌধুৰী গ্ৰংপ।

এই প্ৰসঙ্গে তিনি উল্লেখ কৰেন যে, দুটি পৰ্যায়ে এ কাৰ্যক্ৰম বাস্তবায়িত হবে। পৰ্যায়-১ এৰ বাস্তবায়নকাল ১(এক) বছৰ এবং পৰ্যায়-২ এৰ বাস্তবায়নকাল ৩(তিনি) বছৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হতে পাৱে। প্ৰস্তাৱ অনুযায়ী ৩০(তিশ) বছৰ ব্যাপী জেএমবিএ'ৰ কম/বেশী ১৫৪ হেক্টৱ ভূমি (হতাকৰেৰ সময় মাগ অনুসাৱে একৃত পৱিমান নিৰ্ধাৰিত হবে) ব্যবহাৰেৰ জন্য প্ৰতি হেক্টৱেৰ বাৰ্থিক ফি হিসাবে বিভিন্ন এলাকাৰ জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাৰে ৪৯,০০০/- (উনপঞ্চাশ হাজাৰ) থেকে ১,৮৯,০০০/- (এক লক্ষ উনানবই হাজাৰ) টাকা পৰ্যন্ত পৱিশোধ কৰা হবে যাৰ সাৰ্বিক পৱিমাণ ১৫৪ হেক্টৱেৰ বিপৰীতে দাঁড়াবে ১,৪২,২৮,০০০/- (এক কোটি বিয়ালিশ লক্ষ আটাশ হাজাৰ) টাকা আৰ্থিক গড়ে বাৰ্থিক প্ৰতি হেক্টৱেৰ ফি হবে ৯২,৩৯০/- (বিৱানবই হাজাৰ তিনিশত নবই) টাকা। এৰ অতিৰিক্ত সুবিধা হিসাবে প্ৰগতি কনসটিয়াম অত্ৰ কৰ্তৃপক্ষকে প্ৰতি বছৰ শেষে তাদেৱ বাৰ্থিক মৌট আয়েৰ ৫% প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দেয়। পৰবৰ্তীতে প্ৰগতি কনসটিয়াম এৰ সঙ্গে অত্ৰ কৰ্তৃপক্ষেৰ আলোচনাৰ ভিত্তিতে সংশোধিত প্ৰস্তাৱ অনুসাৱে "যমুনা রিসেট লিঃ" নামে একটি ৱেজিষ্টাৰ্ড কোম্পনী গঠন পূৰ্বক অত্ৰ কৰ্তৃপক্ষেৰ একজন প্ৰতিনিধিকে স্থায়ীভাৱে "বোৰ্ড অব ডাইৱেষ্ট" এৰ অন্তৰ্ভুক্ত এবং কোম্পনীৰ ১০% শেয়াৱ বিনামূল্যে অত্ৰ কৰ্তৃপক্ষকে প্ৰদান কৰতে সম্মত হয়। তবে বোৰ্ড আলোচনাতে ১০% শেয়াৱ এবং যমুনা রিসেট লিঃ এৰ পৱিচালনা পৰ্যদেৱ সদস্য পদেৱ পৱিবৰ্তে net profit এৰ ১০% নেয়াৱ বিষয়ে ঐকমত্য প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

২০১৭/১৮

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

(ক) প্রগতি কনসর্টিয়ামকে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় কেবলমাত্র পর্যটন উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য চিহ্নিত কর্ম/বেশী ১৫৪ হেক্টর জমির জন্য বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন প্রস্তাবিত বাস্সরিক ফি বাবদ (হস্তান্তরিত জমির প্রকৃত পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে) বাস্সরিক মোট ১,৪২,২৮,০০০/- (এক কোটি বিয়ালিশ লক্ষ আঠাশ হাজার) টাকা সেতু কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে। তাছাড়া প্রতি বছর net profit এর ১০% (শতকরা দশ ভাগ) সেতু কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। (জমি ও খাজনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পরিপিট্ট-খ তে সদয় দ্রষ্টব্য)

(খ) কোন পেট্রোল পাম্প বা কেসিনো স্থাপন করা যাবে না।

(গ) সেতুর উজানে পূর্ব গাইড বাঁধ ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে রেলের জন্য আলাদা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে Alignment নির্মাণ বাবদ জায়গা কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পের কাস্টিং ইয়ার্ড বা অন্য কোন এলাকা এই প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে যবসেক পুনঃ negotiation এর মাধ্যমে নতুন এলাকা প্রগতি কনসর্টিয়াম (যমুনা রিসর্ট লিঃ) কে কেবলমাত্র পর্যটন কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ দিতে পারবে। যবসেক এলাকায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকাল্ডের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া হবে না।

(ঙ) প্রগতি কনসর্টিয়াম (যমুনা রিসর্ট লিঃ) বন্দোবস্তী জমিতে যে কোন পরিকল্পনা এবং নক্সা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেতু কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি প্রণয়ন করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ : পরিবেশ ইউনিটে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত ৩(তিনি) জন সুপারভাইজারকে আত্মীকরণের বিষয়টি সচিব সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, পরিবেশ ইউনিটে জনাব মোঃ মসিউর রহমান মাহমুদ, জনাব মোঃ আলমগীর কর্বীর মল্লিক এবং মিসেস মাহফুজা বেগম সুপারভাইজার পদে বিগত ০৫/১০/৯৫ ইং তারিখ থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছেন। আগামী ৩১/১২/৯৮ ইং তারিখে তাঁদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। উক্ত কর্মচারীগণ অত্যাফিসে যোগদানের পূর্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরাধীন একটি প্রকল্পে ১৭২৫-৩৭২৫/- টাকা বেতনক্রমে গবেষণা সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের ৪৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে তাঁদেরকে ৬৪২২/- (নির্ধারিত) টাকায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়। পরিবেশ ইউনিটের মেয়াদ আগামী ২০০০ সাল নাগাদ শেষ হবে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্বেই তাঁদের সরকারী চাকুরীতে যোগদানের বয়স শেষ হয়ে যাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা যবসেকের প্রয়োজনে লাগানোর সুযোগ রয়েছে বিধায় তাঁদেরকে উপযুক্ত পদে (প্রয়োজনে নিম্ন পদে) আত্মীকরণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সচিব বোর্ডকে অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ মসিউর রহমান মাহমুদ, জনাব মোঃ আলমগীর কর্বীর মল্লিক এবং মিসেস মাহফুজা বেগমকে কম্পিউটার/অ্যার্থনাকারী-কাম-টেলিফোন অপারেটর/অডিটর/বাজেট সহকারী/অডিট সহকারী পদে নিয়োগ/আত্মীকরণের বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে।

২০১১/১১

আলোচ্যসূচী-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের উপর প্রকাশিত ব্রশিয়ারের বিষয়টি সভায় তুলে ধরে সচিব জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর আন্তর্জাতিক মানের পুষ্টিকা পরিকল্পনা, গ্রন্থনা, সম্পাদনা নক্সা, কম্পিউটার প্লাফিল ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৫৭তম বোর্ড সভায় জনাব এ, কে, এন মাহমুদের ৪,৪৪,০০০/- (চার লক্ষ চুয়াল্পিশ হাজার) টাকা সম্পত্তি আর্থিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে "The Making of the Bangabandhu Bridge" শীর্ষক একটি ব্রশিয়ার মুদ্রিত হয়েছে। তবে বাস্তবায়নকালে চুক্তি বহির্ভূত কিছু অতিরিক্ত কাজের জন্য জনাব এ, কে, এন মাহমুদ অতিরিক্ত ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা প্রদানের প্রস্তাব করেছেন।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

(ক) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের "The Making of the Bangabandhu Bridge" প্রকাশনা বাবদ জনাব এ, কে, এন মাহমুদ কর্তৃক ইতিপূর্বে দাখিলকৃত/অনুমোদিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা প্রদানের প্রস্তাব বোর্ড অনুমোদন করে।

ব্রশিয়ার বিতরণ সম্পর্কিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় :

(খ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বিতরণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের External Publicity শাখায় বিনামূল্যে ১০০(একশত) কপি ব্রশিয়ার দেয়ার বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

আলোচ্যসূচী-৫ : দুর্ঘটনা কবলিত সেতু কর্তৃপক্ষের অফিস পিয়ন জনাব মোঃ গোলাম হোসেন এর চিকিৎসা খরচের প্রসঙ্গটি সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের অফিস পিয়ন জনাব জালাল এবং জনাব মোঃ গোলাম হোসেন ১৭/৬/১৯৮ ইং তারিখে বারিধারা এলাকায় মটর সাইকেলযোগে আমন্ত্রণপত্র বিলি করে অফিস ফেরার পথে একটি মটর গাড়ী পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিলে মটর সাইকেল আরোহী কর্তৃপক্ষের উক্ত দুইজন অফিস পিয়ন দুর্ঘটনায় কবলিত হয়। আহত মোঃ গোলাম হোসেন বর্তমানে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। জনাব মোঃ গোলাম হোসেন একজন নিম্নবেতনভূক্ত কর্মচারী বিধায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৪/৬/১৯৮ ইং তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী জনাব মোঃ গোলাম হোসেনকে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা পর্যন্ত) প্রদান করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অফিস পিয়ন জনাব মোঃ গোলাম হোসেনকে চিকিৎসার জন্য ঔষধ ক্রয় বাবদ ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে।

আলোচ্যসূচী-৬ : ২নং চুক্তির অধীনে VO-4j (North Access Channel Sinker Line Installation & Removal) সভায় উপস্থাপনকালে সচিব জানান যে, Design পরিবর্তনের ফলে পূর্ব গাইড বাঁধের Trench এর মাটি খননের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত মাটি ফেলার জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাসমান পাইপ দ্বারা ঐ মাটি পশ্চিম দিকে চৱে ফেলার ফলে পাথর বহনকারী নৌ-যানের জন্য ভাসমান পাইপ অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। তাই কাজের সুবিধার্থে এবং সিএসসি-এর নির্দেশে ঠিকাদার Sinker পাইপ ব্যবহার করে। সে মোতাবেক সিএসসি Sinker পাইপ

২১৭/১৮

স্থাপনের জন্য ১৩,৩৯,৯৯৯.০০ টাকার VO-4d (Installation of Sinker Pipe Line) জেএমবিএ-এর অনুমোদনের জন্য দাখিল করে, যা ৩০/০৯/৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান যে, পরবর্তীতে সিএসসি পাইপ লাইন সরানোর খরচ অন্তর্ভুক্ত করে নতুন VO-4j (North Access Channel Sinker Line Installation & Removal) দাখিল করে। এই VOটি তৈরী করার সময় CSC দেখতে পায় যে Sinker Line Installation এর একটি day work sheet এর টাকা ভুলক্রমে তারা VO:4d তে অন্তর্ভুক্ত করেনি, CSC এজন্য দ্রুংখ প্রকাশ করেছে এবং VO-4j তে উক্ত টাকা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই VO এর পরিমাণ ৫,৫৩,৭৭৮.০০ টাকা (Sinker পাইপ লাইন বসানোর জন্য ২,৯৪,৬৭৭.০০ টাকা এবং Sinker পাইপ লাইন সরানোর জন্য ২,৫৯,১০১.০০ টাকা)।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

২নং চুক্তির অধীন ৫,৫৩,৭৭৮.০০ (পাঁচ লক্ষ তিপান্ন হাজার সাতশত আটাশর) টাকা ব্যয় সমন্বিত VO-4j (North Access Channel Sinker Line Installation & Removal) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৭ : চুক্তি নং-২ এর অধীন VO-4c (Removal & Rainstatement of EGB Cross Dam) সচিব সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, প্রথমে Access Channel, Work Harbour এবং East Guide Bund এর অংশ বিশেষ এর Dredging এবং Slope Protection Work সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ঠিকাদার হিউদাই কর্তৃক Pile Driving কাজের নিমিত্তে গাইড বাঁধের Trench মূল সেতু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় এবং সেতুর Alignment বরাবর নদীর মূল স্রোতধারা পর্যন্ত খনন করা হয়। বর্ষা মৌসুমে এই খননকৃত Channel এর ঘন্থাদিয়ে যমুনা নদীর স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে সম্পাদিত Slope Protection Work এবং Harbour এর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় সিএসসি'র পরামর্শ মোতাবেক VO-14 এর মাধ্যমে Cross Dam নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে EGB নির্মাণের সময় গাইড বাঁধ Trench এ Dredger প্রবেশে সমস্যা দেখা দেয়ায় উক্ত Cross Dam কেটে Dredger ঢুকিয়ে তা পুনঃনির্মাণ বাবদ ঠিকাদার ১,২৭,০০০,০০.০০ টাকার VO পেশ করে যা CSC আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করতঃ ১,১৭,০৭,৫২২.০০ টাকা সুপারিশ করে।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

২নং চুক্তির অধীন ১,১৭,০৭,৫২২.০০ (এক কোটি সতের লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত বাইশ) টাকা ব্যয় সমন্বিত VO-4c (Removal & Reinstatement of EGB Cross Dam) বোর্ড অনুমোদন করে।

আলোচ্যসূচী-৮ : গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে Contract-7 flood embankment-cum-road এর river-side এ বৃক্ষরোপনের প্রস্তাবটি উপস্থাপনকালে সচিব জানান যে, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্ক করে এই সড়কের ঢালে প্রায় ৬.২ কিলমিঃ এলাকায় ১৫,৫০০ গাছের চারা রোপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অনুযায়ী সার প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনকে প্রতিটি গাছের জন্য ৩৫/- (পঁয়াবিশ) টাকা করে মোট প্রায় ৫,৪২,৫০০/- (পাঁচ লক্ষ বিয়ালিশ হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদান করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে NGO এর মাধ্যমে এই কাজ করতে গাছপ্রতি ৮১৪৭/- ইতিপূর্বে ব্যয় হয়েছে। তাই ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনকে কাজটি দেয়ার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

চুক্তি নং-৭ এর সংযোগ সড়কের River side slope এ বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের জন্য গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ৫,৪২,৫০০/- (পাঁচ লক্ষ বিয়ালিশ হাজার পাঁচশত) টাকার চুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বোর্ড অনুমোদন করে।

২-২১৭/১৮
- ৮ -

আলোচ্যসূচী-১৩ঃ যমুনা বহমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থিক বিরোধ Negotiation এর মাধ্যমে Employer এবং Contractor দের মধ্যে নিষ্পত্তির বিষয় সচিব জানান যে, খণ্ড চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৯ ইংরাজীর জুন মাসের পর থেকে JMBP এর খণ্ড disbursement বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সকল Claim/Dispute নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে আরো কয়েক বছর লাগার সন্তান। এমতাবস্থায় খণ্ড disbursement বন্ধ হওয়ার পর ঠিকাদার কোন কেইসে Arbitration এ জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারকে নিজস্ব সম্পদ থেকে ঠিকাদারের যাবতীয় পাওনা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। ঠিকাদারদের সংগে Negotiation এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য লিখিত ও মৌখিকভাবে দাতা সংস্থা World Bank, ADB এবং OECF এর অনুরোধ এবং একই বিষয়ে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রীকে লিখিত চিঠির কারণে ঠিকাদারদের সংগে Negotiation এর মাধ্যমে Claim/Dispute নিষ্পত্তির ব্যাপারে সভায় উত্থাপিত নিম্নে বর্ণিত দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দাতা সংস্থাদের সম্মতি সাপেক্ষে গ্রহণের বিষয় বিবেচনার জন্য বোর্ডে উপস্থাপন করা হয় :

ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী Co-financiers, Consultants (CSC ও MC) এবং Employer POE, এবং Contractor দের মধ্যে মাইলষ্টোন সভা (ইতোমধ্যে ৯ টি সভা হয়েছে) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল সমস্যাসার সমাধান করা হয়েছে। সেই প্রথা অনুযায়ী সকল সংস্থার উপস্থিতিতে এ সমস্ত আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী আগস্ট মাসের শেষার্থে একটি বিশেষ মাইলষ্টোন সভা আহ্বান করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি কন্ট্রাক্টের সমস্ত Claim/Dispute বিবেচনা করে একটি position paper তৈরী করার জন্য CSC ও MC কে বলা হবে। Milestone সভায় সার্বিকভাবে প্রতি চুক্তির অধীনে Claim/Dispute পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সংগে আলোচনাত্মক একটি বাস্তব ভিত্তিক সুপারিশ প্রনয়ন করা হবে;

অর্থাৎ

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে Co-financier's Monitoring Committee (CMC) দায়িত্ব পালন করেছে। দাতাদের অনুরোধে JMBA এর নির্বাচী পরিচালক CMC এর সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। এ কমিটি CSC, MC ছানীয় POE এবং JMBA এর সমন্বয়ে বিভিন্ন Claim/Dispute নিরসনকলে ঠিকাদারদের সাথে আলোচনা করে বাস্তব ভিত্তিক সুপারিশ প্রনয়ন করবে।

এ মর্মে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদেরকে উল্লিখিত বিকল্প প্রস্তাব দু'টি জানিয়ে চিঠি লিখতে হবে। তারা এর মধ্যে যে পদ্ধতি গ্রহণে সম্মত হবে সেই পদ্ধতিতে যৌথভাবে পর্যালোচনা করে claim/dispute নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে। অতঃপর যবসেক বোর্ড তা পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রনয়ন করবে। সেই সুপারিশের উপর অর্থ বিভাগ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করে সমস্ত claim/dispute চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

২০১১/১৮

আলোচনাপূর্ণ- ১৫ : চুক্তি নং- ১ এর আওতায় নির্মিত Bridge and Approach Viaducts (বঙ্গবন্ধু সেতু) এ স্থাপিত দুর্ঘটনা কবলিত High Pressure Gas Pipeline পুনঃনির্মাণের বিষয়টি সচিব সভায় উপস্থাপনকালে জানান যে, Contractor এর বিল পরিশোধ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে May, 1998 মাসের IPC পরিশোধ বন্ধ হয়ে আছে। ফলশ্রুতিতে Contractor এর প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে বলে CSC-এ করে। ইতিমধ্যে সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ কাজ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেয়গ গৃহন করা হয়েছে। কিন্তু বিল পরিশোধ স্থগিত থাকার কারণে উক্ত নির্মান কাজের জন্য অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় CSC ০২-০৭-৯৮ইং তারিখে এতদবিষয়ে JMBA বরাবরে সুপারিশ সম্বলিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেছে। যাতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ কাজে Contractor এর আর্থিক সংকট লাগবের বিষয়টি তারা বিষদভাবে পর্যালোচনা করেছে। Contractor এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নিমিত্তে চুক্তির শর্তের অধীনে JMBA এর স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করে CSC নিম্নে বর্ণিত যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব JMBA এর বিবেচনার জন্য পেশ করে সচিব তা সভায় উপস্থাপন করেন :

- a) Maintain the present situation with 85 % of the value of the cross river section of the gas pipeline withheld and with the Performance Bond and Retention monies in place until 30 days after the Maintenance Certificate, but releasing the retention bond (value US\$ 5,040,857.83 plus Taka 45,645,372.73) within 30 days of the Partial Completion Certificate dated June 20, 1998. (In fact strictly speaking approx 98% of the retention bond, should be released).
- b) Release the monies to the Contractor (of which in the present situation it is proposed that 85% is withheld) amounting to the value of the gas pipeline following the written agreement with the Contractor that:
 - The Maintenance Certificate (which triggers the release of the US\$ 20,163,431 plus Taka 182,581,491 Performance Bond and US\$ 5,040,857.83 plus Taka 45,645,372.73 Retention Monies) is not to be signed before 12 months following the Completion Certificate on the gas pipeline; and
 - The Completion Certificate releasing the Retention Bond (and hence the release of US\$ 5,040,857.83 plus Taka 45,645,372.73) shall not be signed before the completion of the gas pipeline. In other words the Contractor shall agree that the Partial Completion Certificate which includes the bridge but excludes the gas pipeline shall not trigger the release of the Retention Bond.
- c) As for b) above, but with the following modification. Release 50% of the performance Bond 12 months plus 30 days after the Partial Completion Certificate (i.e. 12 months after completion of the bridge excluding the gas pipeline) with the remaining 50% being released 12 months plus 30 days after the completion of the gas pipeline. These releases will be related to the issue of appropriate maintenance certificates relating in the bridge excluding the pipeline and the Completion Certificate for the whole of the works respectively.

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

আইন উপদেষ্টার অনাপত্তি সাপেক্ষে চুক্তি নং- ১ এর অধীনে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Contractor এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্তে উপরে বর্ণিত তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি (প্রস্তাব c) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই পুনঃনির্মাণের সমুদয় বায় চুক্তির শর্তানুসারে ঠিকাদারকেই বহন করতে হবে। এবং এ জন্য জেবমাবিএ-এর কোন অর্থ বায়ে জড়িত হবে না।

২৩/৭/১৮
[Signature]

অনিবার্য কারণ বশতঃ কার্যপদ্ধের আলোচ্যসূচী ১০-১২ এবং আলোচ্যসূচী-১৪ সভায় আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই, যা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য সচিব, যমুনা সেতু বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

পরিশেষে এ সেতু সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজে সম্পৃক্ত যবসেক বোর্ডের সকল সদস্য, POE সদস্যবৃন্দ এবং যমুনা সেতু বিভাগ/কর্তৃপক্ষ/প্রকল্পের সাথে সহশিল্প সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/১১/১৮

আলোচ্যসূচী

(আলোচ্য হোসেন) ৭.১১.১৮.
মহী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

৮ই জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৬৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবুন্দের নামের তালিকা।

<u>ক্রমিক নং</u>	<u>নাম ও পদবী</u>	<u>মন্ত্রণালয়/সংস্থা</u>
১।	জনাব আমিন উল্লাহ, সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	মেজর জেনারেল হাসান মশত্তুদ চৌধুরী সিজিএস চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
৪।	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াবুদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জলপথ বিভাগ, ঢাকা।
৫।	ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান পিণ্ডাই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিণ্ডাই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭।	ডঃ আইনুল নিশাত পিণ্ডাই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ এম ফিরোজ আহমেদ পিণ্ডাই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম-সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১০।	জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১১।	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১২।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএভএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩।	জনাব বেনু গোপাল দে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	জনাব শামসুল আলম চৌধুরী অতিরিক্ত পরিচালক (নদীশাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রস্তুতিভুক্ত এলাকা এবং উন্নত খাইমার তালিকা :

এলাকা	জমির পরিমাণ (হেক্টের)	প্রতি হেক্টের খাইনা	প্রস্তুতিভুক্ত মোট খাইনা	মুদ্রা
ই - ২	১৮	₹ ১,৬৯,০০০/-	₹ ৩৪,৩২,০০০/-	
ড্রিট-১ (বেলকা)	২	₹ ৯৯,০০০/-	₹ ১,৯৮,০০০/-	
ই - ১ (গোলেংগা)	২	₹ ১,৩২,০০০/-	₹ ২,৬৪,০০০/-	ই-১ এর অঙ্গভাগ ২ হেক্টের জমি ২০০৪ সালের পর ইতে কার্যকর ছবে।
ই - ৩	১	₹ ৭৪,০০০/-	₹ ৮,১৬,০০০/-	
ই - ৪	২৬	₹ ১,৩২,০০০/-	₹ ৩৩,৩২,০০০/-	
ই - ৫	৭৫	₹ ৮৯,০০০/-	₹ ৬৬,৭৫,০০০/-	
ই - ৬	১০	₹ ৯৯,০০০/-	₹ ১২,৮৯,০০০/-	
ই - ৭	১১	₹ ১,৩২,০০০/-	₹ ১৪,৪২,০০০/-	
	১৫৮		₹ ১,৩২,২৬,০০০/-	